কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা সমন্বয় পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

কাউকে পেছনে ফেলে উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, কাউকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে প্রত্যেক মানুষের অবদান দরকার। আর প্রতিবন্ধীরা এখনো নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনে প্রতিবন্ধীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে আত্মোন্নয়ন ঘটাতে হবে।

রবিবার সকালে শহর সমাজসেবা কার্যালয় চত্বরে কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা কার্যালয়াধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেডে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও সমন্বয় পরিষদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন,‘বঙ্গবন্ধু খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কথা ভাবতেন। তিনি সমাজসেবায় সুদমুক্ত ঋণপ্রথা চালু করেছিলেন গরিব মানুষের কথা ভেবেই।

‘১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দেশের মানুষকে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন।’

তবে তাই হোক, আমি তোমাদেরই লোক এমন বাক্য উচ্চারণ করে তিনি বলেন, আমি গ্রেটার কুষ্টিয়ার মানুষ। তাই দায়বদ্ধতা থেকে আমি এই কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবাকে আরও এগিয়ে নিতে যা করনীয় আমার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কুষ্টিয়ার ঐতিহ্যকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

শহর সমাজসেবা কার্যালয় সমন্বয় পরিষদের সভাপতি জি. এম গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক আবদুর রহমান,জেলা আওয়ামীলীগে সভাপতি ও জেলা পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব সদর

উদ্দিন খান, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবদুল কাদের, শহর সমাজসেবা অফিসার মো: জহির উদ্দিন, শহর সমাজসেবা কার্যালয় সমন্বয় পরিষদের সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন নজু, নির্বাহী কমিটির সদস্য তাইজাল আলী খান, জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, ডা: আসমা জাহান লিজা, কাউন্সিলর সাইফুল হক চৌধুরী মুরাদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে শহর সমাজসেবা কার্যালয় চত্বরে কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা কার্যালয়াধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেডে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও ৬৬ জন সমাজের প্রান্তিকজনগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ও দলিত হরিজন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মাঝে বিনাসুদে ২৪ লাখ টাকার ঋণ বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দ।